



## 39462 - রোযার কিছু সুন্নত

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: রোযার সুন্নতগুলো কিকি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোযার অনেকে সুন্নত রয়েছে, যমেন-

এক:

যদি কেউ রোযাদারকে গালি দিয়ে কথিবা তার সাথে ঝগড়া করতে আসে তাহলে রোযাদার তার দুর্ব্যবহারে জবাব ভাল ব্যবহার দিয়ে বলবে: ‘নশিচয় আমি রোযাদার’। যহেতে সহহি বোখারী ও সহহি মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “সিয়াম হচ্ছে ঢালস্বরূপ। অতএব, কেউ যেন মন্দ কথা না বলে, মূর্খ আচরণ না করে। যদি কোন লোক তার সাথে ঝগড়া করে কথিবা তাকে গালি দিয়ে তাহলে সে যেন বলে দিয়ে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার। ঐ সত্যের শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, নশিচয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার কাছে মসিকরে ঘ্রাণেরে চয়ে উত্তম। (আল্লাহ বলেন) আমার কারণে সে পানাহার ও যতীনসুখ বর্জন করেছে। রোযা আমারই জন্ম। আমি রোযার প্রতিদিন দবি। এক নকৌর প্রতিদিনে দশ নকৌ দবি।”[সহহি বুখারী (১৮৯৪) ও সহহি মুসলমি (১১৫১)]

দুই:

রোযাদারের জন্ম সহেরী খাওয়া সুন্নত। সহহি বোখারী ও সহহি মুসলমি আনাস বনি মালকে (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তোমরা সহেরী খাও; কারণ সহেরীতে বরকত রয়েছে।”[সহহি বুখারী (১৯২৩) ও সহহি মুসলমি (১০৯৫)]

তনি:

বলিম্বে সহেরী খাওয়া সুন্নত। দলিল হচ্ছে, সহহি বুখারীতে আনাস (রাঃ) যায়দে বনি সাবতে (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সহেরী খলোম। এরপর তিনি নিমাযে দাঁড়ালেন। আমি বললাম:



আযান ও সহেরী মাঝে কতটুকু সময় ছিলি? তিনি বলেন: পঞ্চাশ আয়াত তলোওয়াত করার সমান সময়।”[সহি বুখারী (১৯২১)]

চার:

অবলিম্বে ইফতার করা সুন্নত। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণে থাকবে, যতদিন তারা অবলিম্বে ইফতার করে।”[সহি বুখারী (১৯৫৭) ও সহি মুসলিম (১০৯৮)] 49716 নং প্রশ্নোত্তরটিও পড়ুন।

পাঁচ:

কাঁচা খজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নত। যদি কাঁচা খজুর না পাওয়া যায় তাহলে শুকনো খজুর দিয়ে। যদি শুকনো খজুরও না থাকে তাহলে পানি দিয়ে। দলিল হচ্ছে আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার আগে কয়েকটি কাঁচা খজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি কাঁচা খজুর না থাকত তাহলে শুকনো খজুর দিয়ে। যদি শুকনো খজুরও না থাকত, তাহলে কয়েক টোক পানি দিয়ে।”[সুনানে আবু দাউদ (২৩৫৬), সুনানে তরিমযি (৬৯৬), ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে ৪/৪৫ হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলা হয়েছে]

ছয়:

হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে সেটা বলে ইফতার করা সুন্নত। হাদিসে এসেছে ‘বসিমল্লাহ’ বলে ইফতার করা। সঠিক মতানুযায়ী ‘বসিমল্লাহ’ বলা ওয়াজবি; যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে নরিদশে দিয়েছেন। আরও বর্ণিত হয়েছে, “আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু, ওয়া আলা রযিকিকা আফতারতু। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস সামউল আলমি।” (অর্থ- হে আল্লাহ, আপনার জন্মই রোযা রেখেছে এবং আপনার দোয়া রযিকি দিয়ে ইফতার করেছে। হে আল্লাহ, আমার পক্ষ থেকে আপনি কবুল করে ননি। নশ্চয় আপনি সর্বশরোতা ও সর্বজ্ঞাণী।)।[ইবনুল কাইয়্যমে তাঁর ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে (২/৫১) বলছেন, হাদিসটি দুর্বল] আরও বর্ণিত হয়েছে, “যাহাবায যামাউ, ওয়াবতাল্লাতলি উরুকু ওয়া সাবাতাল আজরু, ইনশাআল্লাহ” (অর্থ- তৃষ্ণা দূরীভূত হল, শরীগুলো সিক্ত হল এবং ইনশাআল্লাহ, সওয়াব সাব্যস্ত হল)।[সুনানে আবু দাউদ (২৩৫৭), সুনানে বাইহাকী (৪/২৩৯), ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (৪/৩৯) হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করা হয়েছে]

রোযাদারের দোয়ার ফযলিতরে ব্যাপারে আরও কিছু হাদিসি বর্ণিত হয়েছে; যমেন:

১। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তনিজনরে দোয়া ফরেত দোয়া হয় না: পতির দোয়া, মজলুমরে দোয়া এবং মুসাফিররে দোয়া।” [সুনানে বাইহাকী (৩/৩৪৫), আলবানী তাঁর ‘সলিসলি সহহি’ গ্রন্থে (১৭৯৭) হাদিসটিকে ‘সহহি’ আখ্যায়তি করছেন]



২। আবু উমাম (রাঃ) থেকে মারফু হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, “প্রতিদিন ইফতারের সময় আল্লাহ্ কছিম মানুষকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে দেন” [মুসানদে আহমাদ (২১৬৯৮), আলবানী ‘সহীহু তারগীব’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘সহীহ’ আখ্যায়িত করছেন]

৩। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে মারফু হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, নশ্চয় প্রতিটি দিন ও রাত আল্লাহ্ কছিম মানুষকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করেন; অর্থাৎ রমযান মাসে। নশ্চয় প্রতিটি দিন ও রাত প্রত্যেকে মুসলিমের জন্য একটি কবুলযোগ্য দোয়া রয়েছে।” [হাদিসটি ‘বায়হার’ বর্ণনা করছেন; আলবানী ‘সহীহু তারগীব’ গ্রন্থে (১/৪৯১) হাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করছেন]

আরও জানতে পড়ুন 37745 নং, 37720 নং, 13999 নং ও 14103 নং প্রশ্নোত্তর।